ঘ বিভাগ বস্ত্র ও পরিচ্ছদ

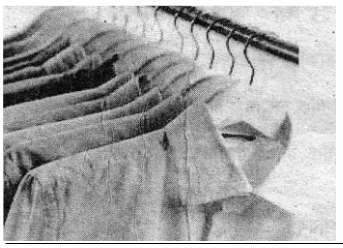

দ্বাদশ অধ্যায়
বস্ত্র ও পরিচ্ছদের প্রাথমিক ধারণা

পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

- **বস্ত্র :** আমরা যে পোশাক পরিধান করে আছি তা যে কাপড় থেকে প্রস্তুত করা হয় তাকেই ফেব্রিক বা বস্ত্র বলে। পোশাক পরিধানের জন্য ব্যবহৃত বস্ত্র সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন– ওভেন ফেব্রিক ও নিটেড ফেব্রিক।
- **ওভেন ফেব্রিক :** এটি তাঁতে বয়ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় এক সেট সুতা তাঁতে লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে এবং আরো এক সেট সুতা আড়াআড়িভাবে চালনা করে বস্ত্র বোনা হয়। লংক্লথ, ভয়েল, পলিয়েস্টার, জিন্স, গ্যাবার্ডিন ইত্যাদি ওভেন ফেব্রিকের উদাহরণ।
- **নিটেড ফেব্রিক :** এটি হাতে বা মেশিনে নিটিং প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়। এৰেত্রে একটি সুতার লুপ বা ফাঁসের মধ্য দিয়ে আরও একটি ফাঁস তৈরি করে বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। নিটেড ফেব্রিকের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টি–শার্টের কাপড়, হোসিয়ারির কাপড় ইত্যাদি।
- **পরিচ্ছেদ :** বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত এই বস্ত্রকে ছেঁটে পরিধান ও ব্যবহার উপযোগী যা কিছু তৈরি করা হয় তাই হচ্ছে পরিচ্ছদ।
- **পোশাকের প্রয়োজনীয়তা :** সভ্য সমাজে লজ্জা নিকরণ ও শালীনতা রৰার উদ্দেশ্যেই মানুষ পোশাক পারে। এই শালীনতা রৰার জন্য মানুষ স্থানীয় সমাজ, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে নানা ধরনের পোশাক পরিধান করে আসছে। তাছাড়া বাইরের ঠান্ডা ও গরমের তীব্রতা, ধুলাবালি, বিষাক্ত গ্যাস ও রোগজীবাণুর হাত থেকে রৰার জন্য আমরা পোশাক পরিধান করি।
- **পোশাক বিবর্তনের ইতিহাস :** আমরা আজকে যে পোশাক পরিধান করছি, তা অতীতে এমন ছিল না। সময়ের বিবর্তনের ধারায় পোশাক আধুনিকরূ প লাভ করছে। আদিম যুগে মানষ দেহে গাছের বাকল, পাতা, প্রাণীর চামড়া, পালক প্রভৃতি আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করত। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে অনেক যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা আবিষ্কার হয়। এর ফলে শুধু প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে মানুষ প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে রাসায়নিক উপাদান মিশিয়ে কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কার করে। এ তন্তু দ্বারা আধুনিক মানের পোশাক তৈরি সম্ভব।

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. আদিমকালে কী দিয়ে সুচ ও সুতা তৈরি করা হতো?
ক লোহা ও তুলা খ লোহা ও রগ
● হাড় ও রগ ঘ ডাল ও পাতা

২. কোন ধরনের বস্ত্রের পানি শোষণ ৰমতা বেশি থাকে–
ক ওভেন ফেব্রিক● নিটেড ফেব্রিক
গ নেটিং ফেব্রিক ঘ ফেল্টিং ফেব্রিক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মলি ও জলি দুই বান্ধবী গ্রীষ্মের দুপুরে বান্ধবীর বাবার মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যায়। মলি পরেছিল হালকা আকাশী রঙের শাড়ি আর জলি পরে গাঢ় কমলা রঙের রেয়ন শাড়ি।

৩. পোশাক নির্বাচনে মলি যত্নশীল ছিল–
i. সময়ের দিকে
ii. সৌন্দর্যের প্রতি
iii. অনুষ্ঠানের প্রকৃতির প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪. জলির নির্বাচিত পোশাকটি–
● অনুষ্ঠানের সাথে বেমানান খ অপেৰাকৃত আরামদায়ক
গ সঠিক রবচিবোধের পরিচায়ক ঘ সঠিক রং নির্বাচনের পরিচায়ক

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ ১ : বস্ত্র ও পরিচ্ছদ ■ পৃষ্ঠা–১০০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫. পরিধানের পোশাক যে কাপড় থেকে প্রস্তুত করা হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সুতা খ বয়ন ● ফেব্রিক ঘ তন্তু

৬. বস্ত্র সাধারণত কয় ধরনের হয়ে থাকে? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৭. ওভেন ফেব্রিক কী প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়? (জ্ঞান)
● তাঁতে বয়ন খ তাঁতে রেয়ন
গ তাঁতে নিটিং ঘ তাঁতে বন্ডিং

৮. নিটেড ফেব্রিকে কোন বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান থাকে? (অনুধাবন)
ক শোষণ ৰমতা কম খ সহজে কুঁচকায়
গ টানলে প্রসারিত হয় না ● টানলে প্রসারিত হয়

৯. তাঁতে বয়ন প্রক্রিয়ায় কয় সেট সুতা দ্বারা বস্ত্র বোনা হয়? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

১০. নিটেড ফেব্রিক কী প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়? (জ্ঞান)

ক নিটেড ● নিটিং গ বয়ন ঘ রেয়ন

১১. নিটিং প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্ত্রে কী তৈরি হয়? [সাতৰীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।]
ক সালোয়ার, কামিজ খ শার্ট, প্যান্ট
গ শাড়ি, ওড়না ● গেঞ্জি, মোজা

১২. বস্ত্র তৈরির উপযোগী গুণাবলি কোনটি? (অনুধাবন)
● শক্ত ও মজবুত হতে হবে খ নরম ও লম্বা হতে হবে
গ স্বাভাবিক তাপে নষ্ট হবে ঘ দুর্বল ও নরম হতে হবে

১৩. বস্ত্রকে ছেঁটে পরিধান ও ব্যবহার উপযোগী যা কিছু তৈরি করা হয় তাকে কী বলে? [গভ. মডেল গার্লস হাইস্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]
ক বয়ন ● পরিচ্ছদ গ তন্তু ঘ লুপ

১৪. কোন ফেব্রিক ধুলে তাড়াতাড়ি শুকায়? (জ্ঞান)
ক নিটেড খ বন্ডিং ● ওভেন ঘ নটিং

১৫. শম্পা স্কুলের জন্য তৈরি হলো। সে চুলের ফিতা থেকে পায়ের জুতা পর্যন্ত যা কিছু পরিধান করে আছে সেগুলোকে কী বলে? (প্রয়োগ)
ক পোশাক খ বস্ত্র গ ইউনিফর্ম ● পরিচ্ছদ

১৬. বস্ত্রের নির্দিষ্ট কী দরকার? (অনুধাবন)
ক উচ্চতা খ উজ্জ্বলতা ● দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ঘ রং

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭. ওভেন ফেব্রিকের উদাহরণ– (অনুধাবন)
i. জিন্স
ii. অগ্যান্ডি
iii. গ্যাবার্ডিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮. ওভেন ফেব্রিকের তৈরি পোশাক সাধারণত– (উচ্চতর দৰতা)
i. নরম হয়
ii. সহজে কুঁচকায় না
iii. সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. যে ধরনের গুণাবলি থাকলে বস্ত্র পোশাকের উপযোগী হয়– (অনুধাবন)
i. পরিধানে আরামদায়ক হবে
ii. তাপ সহনশীল হবে
iii. উজ্জ্বল ও মসৃণ হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০. বয়ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্ত্র থেকে তৈরি হয়– (অনুধাবন)
i. গেঞ্জি ii. কামিজ
iii. সালোয়ার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিসেস কোহিনূর তার ছেলের জন্য মার্কেট থেকে জিন্স ও গ্যাবার্ডিন কিনলেন। সেই সাথে তার জন্য গেঞ্জি ও মোজা কিনলেন। তার ছেলে নতুন পোশাক পেয়ে খুব খুশি হলো।

২১. মিসেস কোহিনূরের কেনা পোশাকগুলো যে প্রক্রিয়ায় তৈরি– (প্রয়োগ)
i. তাঁতে বয়ন ii. নিটিং
iii. বেন্ডিং
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. মিসেস কোহিনূরের কেনা পোশাকগুলো যে বস্ত্র দ্বারা তৈরি করা হয়েছে তার উলেৱখযোগ্য গুণাবলি হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. খসখসে
ii. নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে
iii. জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ ২ : পোশাকের প্রয়োজনীয়তা ■ পৃষ্ঠা–১০২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩. সভ্য সমাজে লজ্জা নিবারণের জন্য মানুষ কী পরে? (জ্ঞান)
ক বস্ত্র ● পোশাক গ গয়না ঘ আচ্ছাদন

২৪. শালীনতা রৰার জন্যে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী মানুষ কী করে? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
● পোশাক পরিধান করে খ নামাজ পড়ে
গ কম কথা বলে ঘ ভালোভাবে পড়ালেখা করে

২৫. ডুবুরির পোশাক কেমন? (জ্ঞান)
ক পলিয়েস্টারের জ্যাকেট খ বুলেট প্রতিরোধক জ্যাকেট
● ভাসমান জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট ঘ ফুলপ্যান্ট ও ফুলহাতা শার্ট

২৬. শীতকালে গরম পোশাক ব্যবহার করা হয় কেন? (অনুধাবন)
● আরাম পাওয়ার জন্য খ টাকা বাঁচানোর জন্য
গ মানুষকে দেখানোর জন্য ঘ ঘামার জন্য

২৭. স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোনটি প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য? (জ্ঞান)
ক শিক্ষা খ চিকিৎসক গ হাসপাতাল ● পোশাক

২৮. পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তি খুব সহজেই কী প্রকাশ করতে পারে? [সাতৰীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক রবচি খ অভ্যাস গ পছন্দ ● সৌন্দর্য

২৯. বাদল সাহেব প্রতিদিন অফিসে যায়। স্বাস্থ্যরৰার জন্য সাধারণ পোশাকের সাথে তিনি আর কী ব্যবহার করেন? (প্রয়োগ)
ক চশমা খ আংটি গ ঘড়ি ● মাস্ক

৩০. খেলোয়াড়দের দল শনাক্ত করা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)
● পোশাকের রং ও ডিজাইন দেখে খ পরিহিত জুতা ও মোজা দেখে
গ মাঠে দলগত অবস্থান দেখে ঘ খেলোয়াড়দের উচ্চতা দেখে

৩১. বিভিন্ন পেশার মানুষকে কীভাবে চেনা যায়? [শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার কলেজ।]
ক তাদের আচরণ দেখে খ তাদের কথাবার্তা শুনে
● তাদের পোশাক দেখে ঘ তাদের রবচিবোধ দেখে

৩২. সৈনিকরা আত্মরৰার জন্য কী ধরনের পোশাক পরিধান করে? (জ্ঞান)
ক আঁটসাঁট লম্বা প্যান্ট খ ভাসমান জ্যাকেট
গ বিশেষ ধরনের পোশাক ● বুলেট প্রতিরোধ জ্যাকেট

৩৩. রেবেকা পোশাকের ব্যাপারে বেশ সচেতন। গ্রীষ্মকালে সে কোন ধরনের পোশাক পরে? (প্রয়োগ)
● ঢিলেঢালা হালকা খ ভারি ও মোটা
গ আঁটসাঁট লম্বা ঘ পশমি পোশাক

৩৪. শিকারের উপযোগী পোশাক কেমন হয়? (জ্ঞান)
ক নিরাপত্তামূলক পোশাক ও আনুষঙ্গিক সজ্জা
● আঁটসাঁট লম্বা প্যান্ট ও ফুলশার্ট
গ জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট
ঘ হেলমেট ও জুতা

৩৫. অগ্নিপ্রতিরোধক সংস্থার কর্মীরা গায়ে যেন আগুন না লাগে সেজন্য কেমন পোশাক পরে? (জ্ঞান)
ক পশমি পোশাক ● এসবেসটস তন্তুর পোশাক
গ রেশমি পোশাক ঘ জিন্সের পোশাক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৬. গ্রীষ্মকালের পোশাক হবে– (অনুধাবন)
i. হালকা ii. ঢিলেঢালা
iii. গরমদায়ক
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭. স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. রুমাল
ii. মাথায় ক্লিপ
iii. হাতে দস্তানা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৮. নিরাপত্তামূলক পোশাক পরে– (অনুধাবন)
i. নার্স ii. ডাক্তার
iii. রসায়নবিদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯. মানুষ পোশাক পরিধান করে– (অনুধাবন)
i. আত্মরৰার জন্য
ii. শালীনতা রৰার জন্য
iii. পরিচিতি ও সামাজিক মর্যাদার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪০. সভ্য সমাজে মানুষ পোশাক পরে– (অনুধাবন)
i. স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে
ii. স্থানীয় সংস্কৃতি অনুসারে
iii. ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i ও ii iii

৪১. প্রাচীনকালে মানুষ পোশাক পরিধান করত যে কারণে– (অনুধাবন)
i. প্রতিকূল অবস্থা থেকে রৰার জন্য
ii. সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য
iii. পশু–প্রাণী থেকে রৰার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i ও ii iii

৪২. কলকারখানার শ্রমিকরা আত্মরৰার জন্য ব্যবহার করে– (অনুধাবন)
i. বুলেট প্রতিরোধক জ্যাকেট
ii. বিশেষ ধরনের পোশাক
iii. হেলমেট ও জুতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i ও ii iii

পাঠ ৩ : পোশাক বিবর্তনের ইতিহাস ■ পৃষ্ঠা–১০৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৩. আদিম যুগের মানুষ মৃত পশুর শুকনো রগ দিয়ে কী তৈরি করত? (জ্ঞান)
● সুতা খ কাপড় গ দড়ি ঘ ফিতা

৪৪. প্রাচীন যুগে মানুষ সুচ কী দিয়ে তৈরি করত? (জ্ঞান)
ক পশুর রগ ● পশুর চিকন হাড়
গ পশুর দাঁত ঘ পশুর শিং

৪৫. প্রাচীনকালে পোশাক ছাড়া আর কী কাজে চামড়া ব্যবহার করা হতো? (অনুধাবন)
ক ব্যাগ তৈরিতে খ জুতা তৈরিতে
গ বেল্ট তৈরিতে ● তাঁবু তৈরিতে

৪৬. চড়কার প্রচলন কখন ছিল? [নওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিলরা]
ক আধুনিককালে খ মধ্যযুগে
গ আদিমযুগে ● প্রাচীনকালে

৪৭. আধুনিক কালের পোশাক উন্নত কেন? (উচ্চতর দৰতা)
● কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে উন্নত তন্তু তৈরির ফলে
খ বর্তমান কালে হাতে কাপড় তৈরি করা হয় বলে
গ নতুন স্টাইল ও ফ্যাশনের প্রচলনের ফলে
ঘ পোশাকে রঙের বৈচিত্র্য তৈরির ফলে

৪৮. প্রাচীনকালে মানুষ পোশাক তৈরির জন্য কোনটি ব্যবহার করত? (জ্ঞান)
ক পাথর ● চামড়া গ হাড় ঘ পশুর লোম

৪৯. আদিম যুগে মানুষ আচ্ছাদন হিসেবে কী ব্যবহার করত? (জ্ঞান)
● গাছের বাকল খ শার্ট গ জ্যাকেট ঘ কাপড়

৫০. মানুষ কিসের অনুসারী? [গভ. মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]
ক প্রকৃতির খ যুগের ● সৌন্দর্যের ঘ সভ্যতার

৫১. সেলাই আবিষ্কারের আগে মানুষ কীভাবে পোশাক শরীরে আটকে রাখত? (উচ্চতর দৰতা)
ক হাত দিয়ে খ আঠা দিয়ে গ সুতা দিয়ে ● গিঁট দিয়ে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫২. প্রাচীনকালে মানুষ চামড়া সেলাই করে তাঁবু তৈরি করেছিল– (অনুধাবন)
i. শীত থেকে রৰা পাবার জন্য
ii. বৃষ্টি থেকে রৰা পাবার জন্য
iii. গরম থেকে রৰা পাবার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৩. পোশাকের ডিজাইনে পার্থক্য পরিলৰিত হয়– (অনুধাবন)
i. দেশ, কাল ভেদে
ii. মানুষের রং ভেদে
iii. ধর্মভেদে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৪. আদিমযুগে মানুষ আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করত– (অনুধাবন)
i. পালক
ii. অলংকার
iii. গাছের পাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৫. আদিম যুগের মানুষ সুতা তৈরি করত– (অনুধাবন)
i. প্রাকৃতিক উদ্ভিদের আঁশ
ii. প্রাণীর চুল বা লোম
iii. গুটি পোকার লালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মুক্তা তার মামার সাথে জাদুঘরে বেড়াতে গেল। সেখানে আদিম যুগের বিভিন্ন মানুষের ছবি দেখল। তখন সে তার মামাকে এসব মানুষের পোশাক দেখে প্রশ্ন করে। মামা তাকে বর্তমানে তৈরি পোশাক ও প্রাচীনকালে ব্যবহৃত পোশাক সম্পর্কে বুঝিয়ে বললেন।

৫৬. মুক্তার দেখা আদিমযুগের মানুষেরা পোশাক হিসেবে কী ব্যবহার করত? (প্রয়োগ)
ক সুতি কাপড় খ সেলাই করা জামা
● প্রাণীর চামড়া ঘ প্রাণীর লোম

৫৭. মামার কথা শুনে মুক্তা বুঝতে পারে বর্তমানে মানুষ পোশাকের জন্য– (উচ্চতর দৰতা)
i. প্রকৃতির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়
ii. নানা রকম কৃত্রিম তন্তু তৈরি করছে
iii. নিত্য নতুন ডিজাইন আবিষ্কার করছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
একদিন সোভা বান্ধবী রেবার বাসায় যাবে বলে নরম, আরামদায়ক ও ঢিলেঢালা পোশাক ইস্ত্রি করে। সোভা বান্ধবীর বাসায় পৌঁছানোর পর গল্প করতে যেয়ে বান্ধবী রেবা সোভাকে বলল, জামাটা ইস্ত্রি করিসনি? কেমন যেন কুঁচকে গেছে। উত্তরে সোভা বলে কাপড়টি ইস্ত্রি করেছি, তারপরও এ অবস্থা। রেবা বলে, আমার জামাটা কিন্তু কুঁচকায় না, শোষণ ৰমতা বেশি।

ক. মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদা কয়টি?
খ. নার্সরা আত্মরৰার জন্য কী ধরনের পোশাক পরিধান করে বুঝিয়ে লেখ।
গ. উদ্দীপকে সোভার পরিধেয় বস্ত্রটি কোন ধরনের– ব্যাখ্যা

কর।

ঘ. সোভা ও রেবার পরিধেয় কাপড়ের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলনামূলক আলোচনা কর।

▸◂ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদা পাঁচটি।

খ. মানুষ বাইরের আঘাত ও অনিষ্ট থেকে দেহকে নিরাপদে রাখার জন্য পোশাক পরিধান করে। এ উদ্দেশ্যে নার্সরা রোগ–জীবাণু ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি থেকে নিজেকে রৰার জন্য নিরাপত্তামূলক পোশাক– এপ্রোন, মাস্ক ও দস্তানা পরে।

গ. উদ্দীপকে সোভার পরিধেয় বস্ত্রটি ওভেন ফেব্রিকের। ওভেন ফেব্রিক তাঁতে বয়ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় এক সেট সুতা তাঁতে লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে এবং আরো এক সেট সুতা আড়াআড়িভাবে চালনা করে বস্ত্র বোনা হয়। লংক্লথ, ভয়েল, পলিয়েস্টার, অর্গ্যান্ডি, জিন্স, গ্যাবার্ডিন ইত্যাদি হচ্ছে ওভেন ফেব্রিকের উদাহরণ। ওভেন ফেব্রিকগুলো সাধারণত নরম হয়, সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে, ধুলে তাড়াতাড়ি শুকায় এবং পরিধানের ফলে বেশির ভাগ ৰেত্রেই কুঁচকায়। ওভেন ফেব্রিকের যে বৈশিষ্ট্য তা সোভার পরিধেয় পোশাকের সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। সোভার জামাটি ঢিলেঢালা, নরম, আরামদায়ক কিন্তু ইস্ত্রি করার পরও জামাটি কুঁচকে আছে। তাই বলা যায় সোভার পরিধেয় বস্ত্রটি ওভেন ফেব্রিকের।

ঘ. সোভা ও রেবা দুজন দু'ধরনের পোশাক পরিধান করেছে। উদ্দীপকে বর্ণনা অনুযায়ী সোভার বস্ত্রটি ওভেন ফেব্রিক এবং রেবার পরিধেয় পোশাকটি নিটেড ফেব্রিকের। উক্ত দুই ধরনের পোশাকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লৰ্য করা যায়। নিচে পোশাক দুটির বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো :

ওভেন ফেব্রিক	নিটেড ফেব্রিক
১. ওভেন ফেব্রিক তাঁতে বোনা।	১. নিটেড ফেব্রিক হাতে বা মেশিনে তৈরি।
২. এক সেট তুলা তাঁতে লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে। আরও এক সেট সুতা আড়াআড়িভাবে চালনা করে বস্ত্র বোনা হয়।	২. একটি সুতার ফাঁসের মধ্য দিয়ে আরও একটি ফাঁস তৈরি করে এ বস্ত্র তৈরি হয়।
৩. এগুলো লংক্লথ, ভয়েল, অর্গান্ডি ইত্যাদি এর উদাহরণ।	৩. টিশার্টের কাপড়, হোসিয়ারির কাপড় ইত্যাদি এর উদাহরণ।
৪. এগুলো নরম, সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে। তাড়াতাড়ি শুকায়। কুঁচকে যাওয়ার প্রবণতা বেশি।	৪. টানলে বেশি প্রসারিত হয়। শোষণ ৰমতা বেশি। সহজে কুঁচকায় না।

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

৭ বছর বয়সী রাহাত বাসায় বসে টেলিভিশনে খেলা দেখছিল। খেলোয়াড়দের নীল ও হলুদের পোশাকের মাঝে ফুটবলের ছবি দেখে রাহাত বলে বাবা ব্রাজিলের খেলা। রাহাতের বাবা জিজ্ঞাসা করল কিভাবে বুঝলে। সে বলে জার্সি দেখে। রাহাতের বাবা জিজ্ঞাসা করল বাংলাদেশের খেলোয়াড় চিনবে কিভাবে? রাহাত বলল কেন লাল-সবুজ জার্সি দেখেই। রাহাতের বাবা তখন বলেন পৃথিবীর সব দেশের পোশাক দেখলে সেই দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা জানা যায়।

ক. নিটেড ফেব্রিক কী?

খ. আত্মরৰা কী? বুঝিয়ে বল।

গ. পোশাকের প্রয়োজনীয়তার কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে রাহাত খেলোয়াড়কে শনাক্ত করতে পেরেছে?

ঘ. যে কোনো দেশের খেলোয়াড়দের পোশাক সেই দেশের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে, উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

▸◂ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. হাতে বা মেশিনে নিটিং প্রক্রিয়ায় যে ফেব্রিক প্রস্তুত করা হয় তাকে নিটেড ফেব্রিক বলে।

খ. মানুষ বাইরের আঘাত ও অনিষ্ট থেকে দেহকে নিরাপদ রাখার জন্য যে পন্থা বা উপায় অবলম্বন করে তাকে আত্মরৰা বলা হয়। যেমন– প্রাচীনকালে মানুষেরা নানা প্রতিকূল অবস্থা ও পশু-প্রাণী থেকে আত্মরৰার জন্য দেহে আচ্ছাদান ব্যবহার করত।

গ. পোশাকের প্রয়োজনীয়তার পরিচিতি ও সামাজিক মর্যাদা বৈশিষ্ট্যের কারণে রাহাত খেলোয়াড়কে শনাক্ত করতে পেরেছে। নিজ পেশা ও পরিচিতি সমাজে তুলে ধরার জন্য নানা ধরনের পোশাক পরতে হয়। তাই ডাক্তার, সৈনিক কিংবা নার্সদের পোশাক দেখলেই তাদের পেশা বোঝা যায়। খেলোয়াড়দের পোশাকের রং ও ডিজাইন দেখলে দল শনাক্ত করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পোশাক দেখলেও সে দেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। উদ্দীপকের ৭ বছর বয়সী রাহাত টেলিভিশনে খেলোয়াড়দের নীল ও হলুদ পোশাকের মাঝে ফুটবলের ছবি দেখে খেলোয়াড়দের শনাক্ত করতে পারে। সে বুঝতে পারে এটি ব্রাজিলের খেলা। প্রকৃতপৰে সে খেলোয়াড়দের পোশাকের রং ও ডিজাইন দেখে দল শনাক্ত করে। সুতরাং, সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যের কারণে রাহাত খেলোয়াড়দেরকে শনাক্ত করতে পেরেছে।

ঘ. সভ্য সমাজে লজ্জা নিবারণ ও শালীনতা রৰার উদ্দেশ্যেই মানুষ পোশাক পরে। এ শালীনতা রৰার জন্য মানুষ স্থানীয় সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে। এটি আমাদের পরিচিতি ও সামাজিক মর্যাদাও বহন করে। ব্যক্তিকে তার নিজ পেশা ও পরিচিতি সমাজে তুলে ধরার জন্য নানা ধরনের পোশাক পরতে হয়। যেমন– খেলোয়াড়রা পরেন জার্সি। আমাদের দেশে সবুজের সমারোহ বেশি। আর পশ্চিমে লাল সূর্যের ডুবে যাওয়া এক অপরূ প প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তৈরি করে। লাল সবুজের দেশ বলা হয় বাংলাদেশকে। তাই লাল সবুজ জার্সি দেখে সহজেই শনাক্ত করা যায় এটি বাংলাদেশ। এরূ প ব্রাজিলের পোশাকে থাকে নীল ও হলুদ রং। যা সে দেশের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। এভাবে প্রত্যেকটি দেশের পোশাক দেখেই সে দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে জানা যায়।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জাকারিয়া সাহেবের নিজস্ব বস্ত্র তৈরির কারখানা আছে। সেখানে লংক্লথ, ভয়েল, জিন্স, গ্যাবার্ডিন ইত্যাদি তৈরি হয়। তিনি বস্ত্রের টেকসই অবস্থা, আরাম ও গঠন প্রকৃতির দিকে নজর দেন। তিনি কর্মচারীদের বলেন, "সব বস্ত্রই পোশাকের উপযোগী নয়। পোশাকের উপযোগী হতে হলে বস্ত্রের কিছু গুণাবলি থাকা আবশ্যক।" বাজারে জাকারিয়া সাহেবের কারখানায় তৈরি ফেব্রিকের বেশ সুনাম রয়েছে।

ক. আদিমযুগে কী দিয়ে সুচ তৈরি করা হতো? ১

খ. স্বাস্থ্য রৰায় পোশাকের প্রয়োজনীয়তা বলতে কী বোঝ? ২

গ. জাকারিয়া সাহেবের কারখানায় উৎপাদিত ফেব্রিকের সুনামের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাকারিয়া সাহেবের মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

▸◂ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. আদিমযুগে মৃত পশুর চিকন হাড় দিয়ে সুচ তৈরি করা হতো।

খ. স্বাস্থ্যরৰায় পোশাকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই বাইরের ধুলাবালি, বিষাক্ত গ্যাস ও রোগজীবাণুর হাত থেকে রৰা পাওয়ার জন্য আমরা পোশাক পরিধান করি। এছাড়া স্বাস্থ্যরৰার জন্য অনেক সময় আমরা সাধারণ পোশাকের সাথে রুমাল, মাথায় টুপি হাতে দস্তানা, মাস্ক, এপ্রোন ইত্যাদিও ব্যবহার করি।

গ. জাকারিয়া সাহেব একটি বস্ত্র কারখানার মালিক। তার কারখানায় লংক্লথ, ভয়েল, জিন্স, গ্যাবার্ডিন ইত্যাদি তৈরি হয়। এগুলো সাধারণত ওভেন ফেব্রিকের উদাহরণ। এই ওভেন ফেব্রিকগুলো সাধারণত নরম হয়, সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে, ধুলে তাড়াতাড়ি শুকায় এবং পরিধানের ফলে বেশির ভাগ ৰেত্রেই কুঁচকায়। বাজারে এই ওভেন ফেব্রিকের বেশ চাহিদা রয়েছে। জাকারিয়া সাহেব তার কারখানায় এসব বস্ত্র প্রস্তুতের সময় বস্ত্রের টেকসই অবস্থা, আরাম ও গঠন প্রকৃতির দিকে নজর দেন। তাই তার কারখানায় উৎপাদিত ফেব্রিকে পোশাক তৈরির প্রয়োজনীয় গুণাবলি বজায় থাকে। সেসব গুণাবলির কারণেই বাজারে তার কারখানায় উৎপাদিত ফেব্রিকের বেশ সুনাম রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে জাকারিয়া সাহেব বলেছেন– "সব বস্ত্রই পোশাকের উপযোগী নয়। পোশাকের উপযোগী হতে হলে বস্ত্রের কিছু গুণাবলি থাকা আবশ্যক।" তার এই মন্তব্যটি যথার্থ। কেননা পোশাকের উপযোগী হতে হলে বস্ত্রের একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থাকতে হয়। বস্ত্রটির গঠন প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হবে। বস্ত্রটিকে শক্ত ও মজবুত এবং টেকসই হতে হবে। পরিধানে আরামদায়ক হবে। উজ্জ্বল ও মসৃণ হবে। বস্ত্রটিকে অবশ্যই তাপ সহনশীল হতে হবে। পোশাকের উপযোগী হতে হলে বস্ত্রের জলীয় বাষ্প ধারণ ৰমতাও থাকতে হবে। তাছাড়া সুন্দরভাবে ঝুলে থাকার ৰমতা থাকতে হবে। উদ্দীপকে জাকারিয়া সাহেব বস্ত্রের টেকসই অবস্থা, আরামদায়কতা ও গঠন প্রকৃতির দিকে বিশেষ নজর রাখেন। যা বস্ত্রের গুণাবলির মধ্যে পড়ে। সুতরাং বলা যায়, বস্ত্র সম্পর্কে জাকারিয়া সাহেবের মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন –৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রবমা ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। অবসর সময়ে টিভি দেখে। সে টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে গিয়ে খেয়াল করল ইসলামিক পোশাকের সাথে জাপানিজ পোশাকের কোন মিল নেই। আবার ইউরোপের মহিলাদের পোশাকের সাথে বাংলাদেশের মহিলাদের পোশাকের কোনো মিল নেই। সে তার মায়ের কাছে এর কারণ জানতে চাইল। তার মা তাকে বুঝিয়ে বললেন এই পার্থক্যের কথা। তিনি আরও বললেন, "আত্মরৰার ৰেত্রে পোশাকের ভিন্নতার ভূমিকা রয়েছে।"

ক. ফেব্রিক কী? ১

খ. ওভেন ফেব্রিক তৈরির প্রক্রিয়াটি লিখ। ২

গ. রবমার মা রবমাকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পোশাকের মধ্যে পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে কী বললেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত শেষোক্ত উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

▸◂ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. পরিধানের পোশাক যে কাপড় থেকে প্রস্তুত করা হয় তাকেই বলে ফেব্রিক বা বস্ত্র।

খ. ওভেন ফেব্রিক তাঁতে বয়ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় একসেট সুতা তাঁতে লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে এবং আরও একসেট সুতা আড়াআড়ি চালনা করে বস্ত্র বোনা হয়। এইভাবে ওভেন ফেব্রিক তৈরি করা হয়।

গ. রবমা টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে গিয়ে খেয়াল করল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পোশাক বিভিন্ন ধরনের। সে তার মায়ের কাছে পোশাকের এরূ প ভিন্নতার কারণ জিজ্ঞেস করে। তখন তার মা জানায় সভ্য সমাজে মানুষকে লজ্জা নিবারণ ও শালীনতা রৰা করে চলতে হয়। এই শালীনতা রৰার জন্য মানুষ স্থানীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরে। এ কারণেই ইসলামিক পোশাকের সাথে জাপানিজ পোশাকের পার্থক্য দেখা যায়। আবার ইউরোপের মহিলাদের পোশাকের সাথে বাংলাদেশের মহিলাদের পোশাকের পার্থক্য পরিলৰিত হয়।

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত শেষোক্ত উক্তিটি হলো "আত্মরৰার ৰেত্রে পোশাকের ভিন্নতাও ভূমিকা রয়েছে।" উক্তিটির সাথে আমি একমত। কেননা প্রাচীনকালে মানুষেরা নানা প্রতিকূল অবস্থা ও পশু–প্রাণী থেকে আত্মরৰার জন্য দেহে আচ্ছাদন ব্যবহার করত। পরবর্তীতে মানুষ বাইরের আঘাত ও অনিষ্ট থেকে দেহকে নিরাপদে রাখার জন্য পোশাক পরিধান করে। যেমন : কলকারখানার শ্রমিকরা বিশেষ ধরনের পোশাক; হেলমেট ও জুতা পরিধান করে। নার্স, ডাক্তার ও রসায়নবিদরা এপ্রোন, মাস্ক ও দস্তানা পরে রাসায়নিক দ্রব্যাদি থেকে রৰা পেতে। অগ্নি প্রতিরোধক সংস্থার কর্মীরা গায়ে আগুন লাগা থেকে বাঁচার জন্য এসবেসটস তন্তুর তৈরি পোশাক পরে। সৈনিকরা বুলেট প্রতিরোধক জ্যাকেট ও ডুবুরিরা ভাসমান জীবন রৰাকারী জ্যাকেট ব্যবহার করে। শিকারিরা আঁটসাঁট লম্বা প্যান্ট, ফুলশার্ট ও হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জুতা, মাথায় হ্যাট পরে। খেলোয়াড়রা দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য নিরাপত্তামূলক পোশাক ও আনুষঙ্গিক সজ্জা পরে। এ থেকে বলা যায়, আত্মরৰার ৰেত্রে পোশাকের ভিন্নতার ভূমিকা রয়েছে– এই উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন –৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এ বছর ঈদের ছুটিতে নিপা তার বাবা–মায়ের সাথে জাদুঘরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে তার বাবা তাকে বিভিন্ন জিনিসের সাথে পরিচিত করে দিচ্ছিলেন। সে জাদুঘরে আদিমযুগের মানুষের ব্যবহৃত পোশাক, পোশাক তৈরির চরকা ও পোশাক তৈরির বিভিন্ন জিনিস দেখেছিল। সেই ছবিগুলোর পাশাপাশি আধুনিককালের বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাকও সে দেখেছিল। তার বাবা তাকে বলেছিলেন "বর্তমান যুগের পোশাক তৈরির পদ্ধতি আদিমযুগের পোশাক তৈরির তুলনায় অনেক উন্নত।"

ক. বস্ত্রের নির্দিষ্ট কী থাকতে হবে? ১
খ. পরিচ্ছদ বলতে কী বোঝ? ২
গ. নিপার দেখা ছবিতে আদিমযুগের মানুষের ব্যবহৃত পোশাক কেমন ছিল? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. নিপার বাবার উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

▸◂ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. বস্ত্রের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থাকতে হবে।

খ. বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত বস্ত্রকে ছেঁটে পরিধান ও ব্যবহার উপযোগী যা কিছু তৈরি করা হয় তাই পরিচ্ছদ। বিভিন্ন ধরনের পরিচ্ছদ তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র প্রয়োজন হয়। চুলের ফিতা থেকে পায়ের জুতা পর্যন্ত যা কিছু পরিধান করা হয় সবকিছুই পরিচ্ছদ।

গ. নিপার দেখা ছবিতে আদিম যুগের মানুষের ব্যবহৃত পোশাক বর্তমান যুগের মানুষের পোশাকের চেয়ে ভিন্ন ছিল। আদিমযুগের মানুষেরা দেহে গাছের বাকল, গাছের পাতা, প্রাণীর চামড়া, পালক, অলংকার ইত্যাদি আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করত। নিপা আরও দেখল সে যুগের মানুষেরা চামড়ার সাথে সংযুক্ত পা বা খুর দুটো গলার পেছন দিকে বেঁধে বুক ও পিঠ ঢেকে রাখত। কিছু কিছু ছবিতে বড় চামড়ার সাথে খুরগুলো গলা ও কোমরের কাছে এনে গিঁট দিয়ে রাখা।

ঘ. "বর্তমান যুগের পোশাক তৈরির পদ্ধতি আদিমযুগের পোশাক তৈরির তুলনায় অনেক উন্নত।" নিপার বাবার এই উক্তিটি যথার্থ। কেননা আদিমযুগে মানুষ মৃত পশুর শুকনো রগ দিয়ে সুতা এবং চিকন হাড় থেকে সুচ আবিষ্কার করে চামড়া সেলাই করে দেহ আচ্ছাদন করত। উদ্দীপকে নিপা জাদুঘরে পোশাক তৈরির চরকা ও বিভিন্ন উপকরণের ছবি দেখেছিল। সেই সাথে আধুনিককালের বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাকও দেখেছিল। আদিমযুগে মানুষ বস্ত্রের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তারা উদ্ভিদের আঁশ, প্রাণীর চুল বা লোম, গুটিপোকার লালা ইত্যাদি থেকে সুতা তৈরি করত। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে অনেক যন্ত্রপাতি, কলকারখানার আবিষ্কার হয়। ফলে মানুষ প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে রাসায়নিক উপাদান মিশিয়ে অথবা এককভাবে রাসায়নিক উপাদান থেকে তন্তু আবিষ্কার করে এবং ঐ সুতা দিয়ে বস্ত্র বানিয়ে নানা ধরনের পোশাক বানাতে সক্ষম হয়। মানুষের চাহিদার কারণে পোশাকের ডিজাইনে দেশ, কাল, ধর্মভেদে পার্থক্য দেখা যায়। তাই বলা যায়, বর্তমান যুগের পোশাক তৈরির পদ্ধতি আদিমযুগের পোশাক তৈরির তুলনায় উন্নত– উক্তিটি যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন –৬ ▸ সেজুতি ঘরে থ্রি পিচ, শার্ট, প্যান্ট পরে। বাইরে গেলে অনেক সময় শাড়ি বা স্কার্টও পরিধান করে। তবে পোশাক নির্বাচন করার সময় এর উজ্জ্বলতা, স্থায়ীত্ব, আরামদায়ক কি না, গঠন প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ রাখেন। তিনি বলেন, "প্রাত্যহিক জীবনে পোশাক আমাদের নানাবিধ প্রয়োজন মেটায়"।

ক. পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য কী? ১
খ. আরামদায়ক পোশাক বলতে কী বোঝ? ২
গ. সেজুতি পোশাক নির্বাচনে বস্ত্রের যে সকল গুণাবলির দিকে লক্ষ রাখে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সেজুতির উক্তিটির সাথে কি তুমি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন –৭ ▸ সুমি তার দাদির কাছে পুরানো দিনের গল্প শুনে জানতে পারল তাদের সময় চরকায় সুতা কেটে বস্ত্র তৈরি হত। এসব কাপড় এত মিহি ছিল যে ১০০ গজ কাপড় একটি দিয়াশলাইয়ের ভিতরে ঢুকত। কিন্তু এই চরকা ও মসলিন কাপড় কালের বিবর্তনে এখন হারিয়ে গেছে।

ক. ডুবুরিরা কী ব্যবহার করে? ১
খ. ওভেন ফেব্রিক বস্ত্র কীভাবে বোনা হয়? ২
গ. সুমির দাদির আমলের পোশাক সম্পর্কে লেখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কালের বিবর্তনে বিলীন বলতে কী বুঝানো হয়েছে? মতামত দাও। ৪

অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

● ■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ■ ●

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ পোশাক তৈরির বস্ত্রে কী ধারণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে?
উত্তর : পোশাক তৈরির বস্ত্রে জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সভ্য সমাজে কী উদ্দেশ্যে মানুষ পোশাক পরে?
উত্তর : সভ্য সমাজে লজ্জা নিবারণ ও শালীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষ পোশাক পরে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কিসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য?
উত্তর : স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পোশাকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কারা এসবেসটস তন্তুর তৈরি পোশাক পরে?
উত্তর : অগ্নি প্রতিরোধক সংস্থার কর্মীরা এসবেসটস তন্তুর তৈরি পোশাক পরে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কিরূ প পোশাক পরলে ব্যক্তি সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়।
উত্তর : সময় ও স্থান বুঝে মানানসই পোশাক পরলে ব্যক্তির সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়।

● ■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ■ ●

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ পোশাক বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : পোশাক বলতে সাধারণত বেশভূষাকে বোঝায়। মানুষ দেহে যে আচ্ছাদন বা আবরণ ব্যবহার করে, যার ফলে দেহের শালীনতা, শীত তাপ থেকে রক্ষা, শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, কাজ করার সুবিধা ও দেহকে রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখা যায়, তাকেই পোশাক বলে। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব, পদমর্যাদা ও জাতীয়তার প্রকাশ ঘটে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ স্বাস্থ্যরৰায় পোশাকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পোশাকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই বাইরের ধূলাবালি, বিষাক্ত গ্যাস ও রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষার জন্য আমরা পোশাক পরিধান করি। এছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অনেক সময় আমরা সাধারণ পোশাকের সাথে রুমাল, মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, মাস্ক এপ্রোন ইত্যাদিও ব্যবহার করি।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ আরাম প্রদানে পোশাকের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

উত্তর : বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতি বিভিন্ন রূ প ধারণ করে। তাই দেহকে আরামপ্রদানের জন্য বিভিন্ন ঋতুতে যেমন শীতকালে গরম পশমি পোশাক, গ্রীষ্মকালে ঢিলেঢালা হালকা পোশাক এবং ঝড়বৃষ্টির সময় বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ আদিম যুগে মানুষের পোশাক কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ দেহে আচ্ছাদন ব্যবহার করে আসছে। আদিমযুগের মানুষেরা দেহে গাছের বাকল, পাতা, প্রাণীর চামড়া, পালক, অলংকার ইত্যাদি আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করত। সে যুগের মানুষেরা চামড়ার সাথে সংযুক্ত পা বা খুর দুটো গলার পেছন দিকে বেঁধে বুক ও পিঠ ঢেকে রাখত। চামড়া বড় হলে খুরগুলো গলা ও কোমরের কাছে এনে গিঁট দিয়ে রাখত। এ ধরনের ব্যবস্থা সুবিধাজনক ছিল না, প্রায়ই খুলে যেত।